Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-II, January 2025, Page No.01-12
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ত্রিপুরার লোক মুখে প্রচলিত লোকগান; বিভিন্ন পর্যায়

পলান সাহা
অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ), ভারত

Abstract
Folk culture is the culture of folk life. Folk culture in which the varied flowof joys and sorrows of the life of the common people of rural Bengal has been embodied in the literature is called folk culture. Folk songs are one of the cultural genres of Tripura state in North East India. Among the people of rural Bengal folk songs have been included in a special phase through various cultural events. Folk culture is the culture of creative people. It is sung through music in different places scattered through people.
Keywords: Folk culture, people, Folk songs, Tripura Folklore, Rural areas.

সামজিক লোক মানুষের জীবন কেন্দ্রিক সংস্কৃতি হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। সাম্প্রতিক কালে বিদ্যাচর্চায় লোকসংস্কৃতি অতান্ত গুরুত্ব পেয়েছে। লোকসংস্কৃতি হচ্ছে লোক মানুষের সংস্কৃতি ইংরেজিতে একে বলা হয় 'Folk Lore'। 'এন্থেনিয়াম' নামক পত্রিকায় প্রথম 'ফোক লোর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। প্রাশ্চ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় দেশেই লোকসংস্কৃতির বিষয়ে বহু চর্চা হয়েছে এবং হচ্ছে। গবেষকদের গবেষণা কর্মের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে লোকসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায়ানের কাজ চলছে। লোক মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ তুলে ধরা হয় বলে একে লোকসংস্কৃতি নাম দেওয়া হয়েছে।

লোক সংস্কৃতির আলোচনায় 'লোক' ও 'সংস্কৃতি' হল গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লোক সংস্কৃতির আলোচনায় 'লোক' এবং 'সংস্কৃতি' বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল-

'লোক': লোক সংস্কৃতির আলোচনায় লোক বলতে বোঝায় এমন একদল মানুষকে, যারা সংহত একটি সমাজের বাসিন্দা অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি ভূ-খন্ডে বসবাসকারী এবং আর্থিক কাঠামোর দিক থেকে একই রকম, তাদেরকে 'লোক' বলা হয়।

'সংস্কৃতি': সংস্কৃতি হল সেই নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে বসবাসকারী 'লোক' মানুষের খাদ্য বস্ত্র- বাসস্থান, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আচার-আচরণ, প্রথ্য-পদ্ধতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, দার্শনিক চিত্ত, শৈল্পিকৃতি, তার উপাদান কৌশল, উৎপাদন সম্পর্ক, স্থাপত্য-ভাষ্কর্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়কে এক সঙ্গে 'সংস্কৃতি' বলা হয়। সংস্কৃতি হল সভ্যতা জনিত উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ জীবন চর্চার সংস্কৃতির অনুশীলন নির্ভর, কাল পরমপরায় বহমান, ক্রম পরিবর্তনশীল।

'লোক' এবং 'সংস্কৃতি' দুটি এক সঙ্গে সমন্বিত হয়ে গড়ে উঠে লোক সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি হল সেটা যেটাতে লোক সমাজের সভ্যতা জনিত উৎকর্ষের প্রতিফলন। লোক সংস্কৃতিতে লোক সমাজের জীবন চর্চার স্বরূপটি প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্য লোক সংস্কৃতিবিদ রালফ স্টীল ব্রণ 'Scandinavian Folk Lore quarterly' পত্রিকার দ্বাদশতম সংখ্যায় লোকসংস্কৃতির দশটি বিষয় বিভাজনের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্য', আশরাফ সিদ্দিকির 'লোকসাহিত্য' প্রমুখরাও তাঁদের গ্রন্থে লোকসংস্কৃতির শ্রেণিবিভাজন করেছেন। লোকসংস্কৃতির তদন্ত বিষয় গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি সংগ্রহ করেছি সেগুলি নিম্নে তুলে ধরছি।

লোকসংস্কৃতির উপাদান:

১. লোকগান
২. লোককথা
৩. লোককীর্তন
৪. লোকনাটা
৫. ছড়া
৬. ধাঁধা
৭. প্রবাদ
৮. প্রবচন
৮. পাঁচালীদেহতত্ত্ব ও মনঃশিক্ষা বিষয়ক গান ।
৯.রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান।

১. লোকগান গুলি আবার: বিবাহ বিষয়ক গান, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান ইত্যাদি।

ত্রিপুরা রাজ্যটি খুব বড়ো না হলেও ঐতিহ্যে সুমহান। সমস্ত রাজ্যটি জুড়ে বিস্তৃত লোক সংস্কৃতির মিলন। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতির ধারা হলো -

বিবাহ সংক্রান্ত গান: বিবাহ হল একটি সামাজিক উৎসব বা অনুষ্ঠান। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে মূলতঃ গ্রাম বাংলায় বহু গান প্রচলিত রয়েছে। এই বৈবাহিক সংক্রান্ত গানগুলি ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমাজে যেসকল বয়োজ্যেষ্ঠরা রয়েছেন কালের নিয়মে তারা চলে গেলে নবীন প্রজনোর পক্ষে এই গানগুলি ধরে রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। তাই আমরা এই গানগুলিকে আমাদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সংগ্রহ করে রাখার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছি। বিবাহ কেন্দ্রিক গানগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনা করছি।

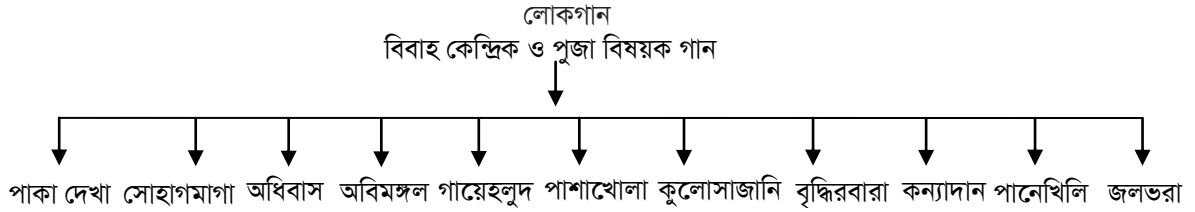

বিয়ের পাকা কথা হওয়ার গান (মেয়ের বিয়ে):

১ নং পদ:

সীতা সীতা পড়ে মনে,
কাঞ্চন বাঁশে ধরছে ঘুনে,
সীতা গো মায়ের সীতা
দেশ ছাইরা বিদেশ
হইলো পাগল করলো আমারে।

২ নং পদ:

সীতার মাথার লম্বা কেশ,
সীতা ছাড়ে বাপের দেশ।
সীতা গো মায়ের সীতা
দেশ ছাইরা বিদেশ
হইলো পাগল করলো আমারে।

৩ নং পদ:

সীতার মাথায় লম্বা চুল,
সীতা ছাড়ে বাপের কুল।
সীতা গো মায়ের সীতা ছাইরা বিদেশ
হইলো পাগল করলো আমারে।

৪ নং পদ:

সীতার হাতে দুখান শঙ্খ,
সীতায় ছাড়ে বাপের অংশ।
সীতা গো মায়ের সীতা
দেশ ছাইরা বিদেশ
হইলো পাগল করলো আমারে।

৫ নং পদ:

সীতার হাতে দুখান শাখা,
সীতায় ছাড়ে বাপের আশা।
সীতা গো মায়ের সীতা
দেশ ছাইরা বিদেশ
হইলো পাগল করলো আমারে।

৬ নং পদ:

সীতার পরণে একখান শাড়ি,
সীতায় ছাড়ে বাপের বাড়ি।
সীতা গো মায়ের সীতা
দেশ ছাইরা বিদেশ হইলো

পাগল করলো আমারে।

৭ নং পদ:

পাখি উড়ে গো জুড়ে ঐ না নদীর কূলে,
তোমরা কী দেইখাছ সখী রামচন্দ্র যাইতে।
দেখিয়াছি দেখিয়াছি সই গো কাপড়ের দোকানে
শাড়িটি কিনিয়া রামে ভাবে মনে মনে,
কোন দিন জানি হবে দেখা সুন্দরীর সনে।
পাখি উড়ে গো জুড়ে ঐ না নদীর কূলে,
তোমরা কী দেইখাছ সখী রামচন্দ্র যাইতে।
দেশ ছাইরা বিদেশ হইলো পাগল করলো আমারে।

ছেলের বিয়ে ঠিক হওয়ার গান:

১নং পদ:

দেখিয়াছি দেখিয়াছি সইগো বনিকের দোকানে।
নেকলেসটি কিনিয়া রামে ভাবে মনে মনে,
কোন দিন জানি হবে দেখা সুন্দরীর সনে।
পাখি উড়ে গো জুড়ে ঐ না নদীর কুলে,
তোমরা কী দেইখাছ সখী রামচন্দ্র যাইতে।

২নং পদ:

দেখিয়াছি দেখিয়াছি সইগো বনিকের দোকানে।
শাখাটি কিনিয়া রামে ভাবে মনে মনে,
কোন দিন জানি হবে দেখা সুন্দরীর সনে।
পাখি উড়ে গো জুড়ে ঐ না নদীর কূলে,
তোমরা কী দেইখাছ সখী রামচন্দ্র যাইতে।

৩নং পদ:

দেখিয়াছি দেখিয়াছি সইগো বনিকের দোকানে।
মঙ্গলসূত্র কিনিয়া রামে ভাবে মনে মনে,
কোন দিন জানি হবে দেখা সুন্দরীর সনে।
পাখি উড়ে গো জুড়ে ঐ না নদীর কূলে,
তোমরা কী দেইখাছ সখী রামচন্দ্র যাইতে।

পানে খিলির গান:

(১) আচম্বিতে আঙ্গিনাতে কিসের জয়য়নি।
দৈবকিনীর পুত্রের উৎসব করে নন্দরানী।
নন্দে যদি বলত মোরে গো যাইতাম নন্দের বাড়িতে।

তৈল দিতাম সিন্দুর পড়তাম বসতাম শীতল পাটিতে।
নন্দে যদি বলত মোরে গো।
মিস্টি খাইতাম পান খাইত গানো গাইতাম,
বসতাম শীতল পাটিতে গো,
নন্দে যদি বলত মোরে যাইতাম নন্দের বাড়িতে

(২) ছেলের মা বলে ছোট ছেলের পানের খিলি দেও গো সকলে।
পঞ্চ ঘরের পঞ্চ বধূ ডাই আনো সকলে,
ছোট ছেলের পানের খিলি দেও গো সকলে।
সপ্তম ঘরের সপ্তম দিদি ডাইক্যা আনো সকলে,
ছোট ছেলের পানের খিলি দেও গো সকলে।
অষ্টম ঘরের অষ্টম মাসি ডাইক্যা আনো সকলে,
ছোট ছেলের পানের খিলি দেও গো সকলে।

গাঁয়ে হলুদের গান:

আকাশে উঠল তারা হলদি বাটে রাজবালা।
ঐ হলদিরে তোর জন্ম কিসে?
আমার জন্ম মাটির নিচে।
জন্ম কিসে?
আমার জন্ম আলচাষেতে।
ঐ ধান্য তোর ঐ আকাশে
উঠল তারা হলদি বাটে রাজবালা।
দূর্বারে তোর জন্ম কিসে?
আমার জন্ম পাহাড়-পর্বতে,
গিলারে তোর জন্ম কিসে?
আমার জন্ম কিসে? আমার জন্ম লতার পেঁচে।

অধিবাসের গান:

(১) সুন্দা ও মেথির জনঃ
বলো সই সুন্দা মেমি সুন্দার জন্ম কোন দেশেতে ।।
ঐ না সুন্দার জন্ম হইলো সমুদ্রেরো কিনারে ।।
ব্যাপারিয়া নিলো সুন্দা বাজারেতে বেঁচিতে ।।
কন্যার বাবা পাইয়্যা সুন্দা কিন্যা লইল পকেটেতে ।।
বাড়ি নিয়া দিল সুন্দা মায়ার ও অধিবাসেতে ।।
ঐ না সুন্দার জন্ম হইলো সমুদ্রের কিনারে।।
বাজারেতে বিকাইতে।।
ব্যাপারিয়া নিলো সুন্দা বলো সই সুন্দা মেথি,

সুন্দার জন্য কোন দেশেতে ।।
কন্যার ভাইয়ে কিনলো সুন্দা বোইনের অধিবাসেতে ।।

(২) ওই দেখা যায় সাগর দিঘি নানান রঙের উড়ে পাখি।

জলভরার গান:

(১) জল আনতে জল আনতে যায় ঘরের কোনার নতুন বউ।
কলসী তোমার যায় গো ভেসে লাগলো প্রাণের ঢেউ।
এখন আমার সনে কত গো কথা ঘাটতলাতে আর নাহি কেউ।
তুমি হওরে ভিন্ন পুরুষ আমি হই ভিন্ন নারী,
তোমার সনে কথা বলতে লজ্জাবোধ করি।।

(২) ওলঙ্গিনী সব নাগরী জল খেলা খেলায়,
কদম্বেরী জলে বসে কৃষ্ণ বাঁশি বাজায়।
বস্ত্র দেওরে নন্দের কানু লনি দিবো খাইয়ো,
আমরা যত ব্রজ নারী মোদের প্রাণে চাইয়ো।
তুমি তো ভাগিনা কানু আমি তোমার মামি,
কোন সমন্ধে কর ঠাট্টা আমি তা না জানি।
শিশু কালে তোমার পিতায় ডেকেছিল গো বাবা,
নাতিন সমন্ধ রাধে করাইয়াছি ঠাট্টা।

(৩) তোরা কে যানি গো আর শ্রীরাধিকা জল ভরিতে যায়।
কেহর পরনে লাল-নীল কেহর
পারণে সাদা ছিল,শ্রীরাধিকার পরনের শাড়িতে কৃষ্ণ নামটি লেখা।
কালা করলি না তুই নাচিতে ঐ জলের ঘাটিতে
কালার হাতের বাঁশি, মুখেতে হাসি মন করে উদাসী।

(৪) আনব না যমুনার জল, ভরবো না যমুনার জল কেন গড়িয়ে আমার কনের। কলের নিচে কলগী নিয়ে আনন্দে তরবো জল, ইংরেজের কলাকৌশল।

(৫) জল ভরিতে যাবি যদি শাড়ী পরো নিরবধি, জল ভরিয়ার সময় হইল ফেল দেশি নাই। কে কে যাবি জল ভরিতে আয় চলে যাই।

(৬) এমন সুন্দর কে করিল বিয়া, একা কেন যায়। বন্ধু জলের লাগিয়া আমার বইয়ে সামনে দিতাম দিখি, কাকে পিতের কলসী (লগে) নগে দিতাম পানী।

(৭) আর যাবো না জলে সই গো আর যাবো না জলে, শ্যাম সুন্দর বংশীধারী দেখেছি কদমতলে, সই গো আর যাবো না জলে। শাশুড়ি দিজ্ঞেস করে বন্ধুগো ঘটে কেন দেরি? হাত মেজেছি গাও মেজেছি তাই হল দেরি, সই গো আর যাবো না জলে। পন দিয়ে নিম্লেগ করে এত কেন দেরি? কলসী মেজেছি কাপড় কেটেছি তাতে হল বেরি। সই গো আর যবের না জলে। আর যাবো না জলে

সই গো আর যাবো না অলে, শ্যাম সুন্দর বংশীয়ারী দেখেছি কদমতলে, সই গো আর যাবো না জলে।

বর ও কন্যা সাজানির গান:

বর সাজানির গান:

যাতিখুঁতি ফুল মালতী ফুল ফুটছে বাগানে
আইজ তোমাকে সাজাইবো নতুন ফ্যাশানে,
আবার জামা দিয়ে সাজাইবো গেঞ্জি দেব,
মালা দিবো মিলনে
আইজ তোমাকে সাজাইবে নতুন ফ্যাশানে।
চৌড়া দিয়ে সাজাইবো, তিলক দিবো মিলনে
আইজ তোমাকে সাজাইবে নতুন ফ্যাশানে।
জুতা দিয়ে সাজাইবো, মোজা দিবো মিলনে
আইজ তোমাকে সাজাইবে নতুন ফ্যাশানে।

কন্যা সাজের গান:

(১) আজ তোমাকে সাজাইয়ে দেবো,
শাড়ী দিয়ে বধূ সাজাইবো
আজ তোমাকে সাজাইয়ে দেবো,
শাড়ী না মাঝে মাঝে কৃষ্ণের
নাম তো না লেখা আছে।
মালা দিয়ে বধূ সাজাইবো,
মালার নাম মাঝে মাঝে
তোতায় রাম নাম রাম নাম পাতাইছে দিয়ে বধূ সাজাইবো।
ময়ূরে পেখম ধইরতে আছে, গড়ি (ঘড়ি) দিয়ে বধূ সাজাইবো,
ঘড়িও না মাঝে মাঝে ঘন্টায় ঘণ্টায় বাজাইতেছে
নপূর দিয়ে বধূ সাজাইবো আইজ
তোমাকে সাজাইয়ে দিবো নপুর না মাঝে মাঝে ঝুমুর ঝুমুর বাইজতাছে।।

(২) সীতাকে সাজাইতে মার হইলো বিষমদেরি।
সীতা কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো সীতা খেলতে যায়।
শাড়ী দিয়ে সাজায় মা নিরখিয়ে তার বদন চায়।
চন্দন দিয়ে সাজায় মায় নিরখিয়ে তার বদন চায়।
গয়না দিয়ে সাজায় মা নিরখিয়ে তার বদন চায়।
সীতা কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো সীতা খেলতে যায়।

নাপিত আসলে:

নাপিতের কানে দিলাম সোনারে,

সোনায় ঝিলমিল করে, জ্বলজ্বল করে।
শেয়ারে উঠে রামের বৌদি সাথে যাইতো চলে,
নাপিতে না না করে।
নাপিত শালা উঠে বলে আমার একি হল জ্বালা,
আমার একি হল দোষ।
আমি আইলাম নখ কাটাইতাম তাইরে রাখতাম কই,
নাপিতে না না করে।।

বর স্নানের গান:

চিন্তামণি সহচরী মিথিলাতে হয় গমন
মায়ের ছেলেকে স্নান করাইতে কর আয়োজন।
মায়েতো মিনতি করে শিরে ঢালো অল্প জল।
সর্দি লইবো মায়ের যাদু বাছাধন।
বাপেতো মিনতি করে শিরে ঢালো অল্প জল।
সর্দি লইবো বাপের যাদু বাছাধন।
কাকি তো মিনতি করে শিরে ঢালো অল্প জল।
সর্দি লইবো সবার আদরের বাছাধন

পুজার গান:

ফুল বেলপাতা তোলার গান:

একদিন গিয়েছিলাম রসমতি কৃষ্ণ দেখবার জানোতে।
কৃষ্ণের সঙ্গে যাইগো রাধে বিন্তু আনিতে।
এই যেন বিচুরি মহাপাপী তাইতো আমরা জানি না।
একদিন যদি ধরতে পারে খাটাবে জেলখানা।
একদিন গিয়েছিলাম রসমতি কৃষ্ণ দেখবার জন্যেতে।
কৃষ্ণের সঙ্গে যাইগো রাধে তুলসী আনিতে।
এই যেন তুলসী চুবি মহাপাপী তাইতো আমরা জানি না।
একদিন যদি ধরতে পারে খাটাবে জেলাখানা।
একদিন গিয়েছিলাম রসমতি কৃষ্ণ দেখবার জন্যেতে।
কৃষ্ণের সঙ্গে যাইগো রাবে ফুল আনিতে।
এই যেন ফুল চুরি মহাপাপী তাইতো আমরা জানি না।
একদিন যদি ধরতে পারে খাটাবে জেলখানা।

ঠাকুর বিসর্জনের গান:

পুকরিরো চতুর পাশে বেল কদম্বের লতা ছাইড়া যাওগো দুর্গা মা,
না কও দুঃখের কথা।
রাখিতাম রাখিতাম কাইরা তোমার মাথার চূড়া,

ছাইড়া যাওগো দুর্গা মা,
না কও দুঃখের কথা
রাখিতাম রাখিতাম কাইর‍্যা তোমার গলার মালা, ছা
ইড়া যাওগো দুর্গা মা,
না কও দুঃখের কথা –।
রাখিতাম রাখিতাম কাইর‍্যা তোমার পরণের শাড়ি,
ছাইড়া যাওগো দুর্গা মা, নাক ও দুঃখের কথা

পূজার নিমন্ত্রণ:

নিমন্ত্রণ পর লইয়া চলিল রামের ছোট ভাই,
চাললেন চলিলেন ওগো দুর্গা আসনে।
নিমন্ত্রণ পত্র সইয়া চলিল রামের ছোট ভাই,
চলিলেন চলিলেন লক্ষ্মী সরস্বতী আসনে।
নিমন্ত্রণ পত্র উলইয়া চলিল বামের ছোট ভাই,
চলিলেন চলিলেন ক্যার্তিক গনেশ আসনে।

ঠাকুর স্নানের গান:

তুলসী পাত্র ডাবের জল ঢালো মায়ের শিরেতে,
স্নান করাও গো মহামায়া শিব-দুর্গা সহিতে।
তুলসী পত্র ডাবের জল ঢালো মায়ের শিরেতে,
স্নান করাও গো মহামায়া লক্ষ্মী-সরস্বতী সহিতে।
তুলসী পত্র ডাবের জল ঢালো মায়ের শিরেতে,
স্নান করাও গো মহামায়া কার্তিক-গলে সহিতে।
তুলসী পত্র ডাবের জল ঢালো মায়ের শিরেতে।

পুজার বাজার করার গান:

টাকা লইয়া সেবক সাধু চলিলেন বাজারে,
বাইচ্ছা বাইচ্ছা বট গামছা পূজার জন্য কিনিলো,
বাইচ্ছা বাইচ্ছা ঘট গামছা পূজার জন্য আনিলো।
টাকা লইয়া সেবক সাধু চলিলেন বাজারে,
বাইচ্ছা বাইচ্ছা গুড়-কলা পূজার জন্য কিনিলো,
বাইচ্ছা বাইচ্ছা গুড়-কলা পূজার জন্য আনিলো।
টাকা লইয়া সেবক সাধু চলিলেন বাজারে,
বাইচ্ছা বাইচ্ছা ফলফসারি পূজার জন্য কিনিলো।
বাইচ্ছা বাইচ্ছা ফলফসারি পূজার জন্য আনিলো,
টাকা লইয়া সেবক সাধু চলিলেন বাজারে,
বাইচ্ছা বাইচ্ছা মৃত-মধু পুজার জন্য কিনিলো,

বাইচ্ছা বাইচ্ছা ঘৃত-মধু পূজার জন্য আনিলো।
টাকা লইয়া সেবক সাধু চলিলেন বাজারে,

আরতির গান:

(১) তোরা আয় আয়গো নৈদের নাগরী
আঙ্গিনাতে আরতি করি
ভুবন মোহন রূপ দেখি দুই নয়ণ ভরি ।।

১ নং পদ

গেল দিবা এলোগো রাত্রি পঞ্চবাতি
জ্বালাইয়া নাচে যুবতী।
মধুর খোল বাজে খরতাল বাজে আবার বাজে বীণা বাজরী ।।

২ নং পদ

কি আনন্দ আঙ্গিনার মাঝে,
জয়ের ধুনি হরির ধুনি ভক্ত সমাজে।
রাখবো তারে হিয়ার মাঝে ভাবের ঘরে কপাট মারি।।

৩ নং পদ

এমন সাজন কেবা গো সাজে। ত্রি
ভূবনে এমন রূপ কার বা গো আছে।
বন ফুলের মালা গেঁথে সাজান গৌর হরি ।।

৪ নং পদ

অধীম কৃষ্ণে কেঁদে গো বলে,
নিরাশ্রয় কে আশ্রয় দিও ভক্ত সমাগে।
আরতির সময় হলে জোড় করি ।।

(২) তোরা দেখবি যদি আয় গৌরাঙ্গের আরতি করে দীবাস আঙ্গিনায়।।

১ নং পদ- চুয়া চন্দন নিয়া হাতে ধুতীয় সম্যানদে প্রেমানন্দে গৌর

রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান:

১. (গৌর) গওর রূপে হইলাম সারা গো পারি না সই,
পারি না সই কুল রাখিতে।।
জল ভরিতে গিয়েছিল সুর নদী তীরে,
আমি রূপ দেখিয়া ভুলে রইলাম,
আসতে না দেয় ঘরে গো,
পারি না সই কুল রাখিতে।
(গৌর) গওর অপরূপ সই দুই নয়নের তারা গো।
কোন রমণী সাজাইয়াছে,

মনি মনোহারা গো,
পারি না সই কুল রাখিতে,
আদিন নবীন বলে ভাবিস না তোরা গো,
তোমরা সবে পাইলে গো,
আমি কপাল পোড়া গো,
পারি না সই কুল রাখিতে।।

৩. জলৈরে চৈতন্যের হাটে অসংখ্য পাইকার,
ব্রজ হইতে নৈদে এসেলাগল ইস্টিমার।
যোল নাম বত্রিশ অক্ষরে এসেছে মাল বোঝাই করে,
শ্রী অদৈত ওজন করে করতেছে বাণরাজ।
নাম বিকায় সে নিত্যানন্দ পেলনা যার কপাল মন্দ যার
কাছে নাই প্রেমের গন্ধ কাছে যাওয়া হয় না তার,
পঞ্চরসের রসিক যারা এক নম্বর খরিদদার তারা।
দিন শরৎ বলে নিতাই এলো বদন ভরে
হরি বল নাম শুনিলে পালাই ভাবনা কিরে আর।

বিচ্ছেদ:

(১) তুই কাদিস না গো রাই কালা শ্যাম আসবে তোর সন্ধ্যাবেলা।
শ্যাম আসবে তোর সন্ধ্যাবেলা।

১ নং পদ:

রাধে গো, তোর বন্ধু চিকন কালা বাঁশি বাজায় কদমতলা রেখে বাঁশি অতি
সুযত্নে। ও তোর পিরিতির সাধ থাকিলে যেও গো রাই কদমতলায়।

২ নং পদ:

রাধে গো, লং-এলাচি যায় কল দিয়ে সোনার বাটায় পান সাজাইয়ে তুলে রেখ অতি যতন করে। ও তোর বন্ধু যদি খেতে আসে পড়াইয়ো রাই ফুলের মালা।।

(২) সখা চল বৃন্দাবনে ব্রজগোপীর দুঃখ দেখে সখার মুছে না পরাণে।

১ নং পদ:

মা যশোদা পিতা নন্দ অন্ধ তোর কারণে। অবিরত বহে ধারা দেখি দুই নয়নে।

২ নং পদ:

শ্রীদাস ও দাস মধু মঙ্গল মিস্টি ফল আনিয়ে ওরে আশা করে বসে আছে দিতে চান বদ মেরে।।

৩ নং পদ:

কি কহিব রাধার কথা সরে না বদনে, রাই মইলো রাই মইলো রলি কহে গোপীগণেরে।

৪ নং পদ:

ওরে কখন এসেছিরে সখা যমুনা কুলেতে। যমুনার হইলো পুত্র জোয়ার ভাটা

বিনেয়ে।

(৩) বৃন্দে বলি গো তোরে প্রেমের পোড়া অবলারে চাও না গো কিরে।

১ নং পদ:

বৃন্দে গো, কতকত বলে কয়ে প্রেম শিখালি মোরে।
এখন তোমার বাক্যবাণে ব্যথা অন্তরে।।

এইভাবে লোকসংস্কৃতি পর্যায়ে লোকগান একটি অন্যতম ধারায় সংযোজিত হয়েছে। শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয় সমস্ত উত্তর পূর্ব ভারতের লোকসংস্কৃতি পর্যায়ে লোকগান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্য সংগ্রহ:

১) প্রার্থনা বিষয়ক পান, গৌরাঙ্গবিষয়ক পান, দেহতত্ত্ববিষয়ক গান:
ক) পুনদাসী বৈষণ (পুষ্পভাগী যোগ), ঠিভাল- তেতালা, পাড়িরয়াজাত। বিজ্ঞাগত যোগ্য সন্তাষ শ্রেণি।
খ) শূন্যদাসী যৈক্ষৰ (পুষ্পরাটী ঘোষ), টিকলো- যে পরিব শিক্ষাগত যোগ্যতা-সপ্তম শ্রেণি।
গ) সুনীল দেবনাথ, ঠিকানা- পা চাম্পাযুয়া, খয়েরপুর, বয়স ৩০, শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণি।
ঘ) রতিকান্ত দেবনাথ, ঠিকানা- যুবরাজঘাট, মেলাঘর, বয়স- ৭৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা- বিএ পাশ।

৩) রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গান:

ক) সরস্বতী দেবনাথ, কালিগুলা, খয়েরপুর, বয়স- ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যয়া-দ্বিতীয়
খ) পুন্যদ্যাগী বৈষ্ণব (পুষ্পরানী ঘোষ), ঠিকানা- বেতাগা, শাড়িরবাজার। বয়স- ৭৫ শিক্ষাগত যোগ্যতা-সপ্তম শ্রেণি।
গ) রতিকান্ত দেবনাথ, ঠিকানা- যুবরাজঘাট, মেলাঘর, বয়স- ৭৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি এ পাস।

৪) বিবাহসংক্রান্ত গান:

ক) বিনোদবালা সরকার, ঠিকানা- কাঁশারী, বিলোনিয়া, বয়স-৮২, শিক্ষাগত যোগ্যতা-
ক) সরস্বতী দেবনাথ, ঠিকানা- কালিতলা, খয়েরপুর, বয়স- ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণি।
গ) অভ্যারালা রাহ, ঠিকানা- রামকৃষ্ণপাত্রী, সুর্যাগত।

গ্রন্থপঞ্জী:

ক) ‘লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ- পল্লব সেনগুপ্ত, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ; জানুয়ারী, ২০১৮, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ১৯৯৫, প্রকাশক- কুমকুম মাহিন্দার, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৯।
খ) ‘বাংলা লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাস’- ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ; জানুয়ারী, ২০০৩ প্রথম সংস্করণ- নভেম্বর, ১৯৭৭, প্রকাশক- অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রক, নয়ামুদ্রণ; ১৪/২বি রামকমল স্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা-৭০০০২৩।
গ) লোকমনন : লোকসাহিত্য ‘সুফল বিশ্বাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২০১৪,প্রকাশক দেবাশীষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কোলকাতা:৭০০০০৯